হাযরাত সুলতান আলপ-আসলান

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

ইসলামের এবং তারিকাতের আদাব অনুযায়ী আমাদের উচিত নয় বড় বড় কথা বলা এবং বড়াই করা। আল্লাহ্ যদি তোমাকে একটি গুণ দিয়ে থাকেন তাহলে ভেবো না যে তা তোমার থেকে আগত। সব সময় ভাববে যে তা আল্লাহ্ হতে এসেছে। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) সবাইকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কখনো কখনো কোন কোন মানুষকে তিনি ভালো কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেন পরীক্ষা হিসেবে। পরীক্ষা শুধুমাত্র কঠিন জিনিস সহ্য করার ক্ষেত্রেই নয়, কিছু সময় ভালো জিনিসও দেয়া হয় পরীক্ষা হিসেবে এবং তুমি যদি বল, "আমি! এটা আমার কৃতিত্ব", তাহলে তুমি পরীক্ষায় ব্যর্থ হবে।

অনেক আমির এবং ধার্মিক ব্যক্তিত্ব এই উম্মাতের নেতা হিসেবে এসেছে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর পরে, যারা সত্যের পথে ছিলেন এবং যারা সত্য জানতেন এবং সত্যের উপরে ছিলেন। কিন্তু ফিরাউন এবং নামরুদের মত পথভ্রষ্ট নেতারাও এসেছে এবং বলেছে, "আমিই সব", এবং তা তাদের নিজেদের এবং অন্যদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনেনি।

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِ

"আযিল্লাতিন 'আলাল মু'মিনীনা আ'ইযযাতিন 'আলাল কাফিরীন" (সুরাহ মায়িদাঃ৫৪)। "তারা মু'মিনদের প্রতি বিনম্র এবং কাফিরদের প্রতি শক্তিপ্রদর্শনকারী।" উনারা কাফিরদের বিরুদ্ধে এরুপ করতে সক্ষম কারণ তারা আল্লাহ্‌র সত্য পথে থাকেন। তাই উনারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন, কিন্তু তারা কখনোই মুসলিমদের সাথে কঠিন ব্যবহার করেন না। উনারা মুসলিমদের সাথে নরম ব্যবহার করেন যেন বলছেন, "আমরা সবাই এক"।

অনেক মহান সুলতান এবং অনেক মহান আমির এসেছেন। গতকাল আমরা হাযরাত সুলতান আলপ আসলানের কথা পড়েছি। উনার আসল নাম মুহাম্মাদ আলপ আসলান। আমরা সবাই উনার কথা জানি কিন্তু কোথা থেকে জানি? আনাতোলিয়ার বিজয়ী, তিনি মানযিকার্তের যুদ্ধে বিজয় লাভ করেন, আনাতোলিয়া (তুরস্ক) বিজয় করেন, এবং আনাতোলিয়াকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। তিনি একজন মহান সেনাপতি এবং মহান সুলতান ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত বিনয়ী এবং ধার্মিক ব্যক্তি।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

তিনি বলতেন, "যে যুদ্ধগুলো আমরা করছি সেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ্‌র কালাম সবকিছুর উর্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।" তিনি বলতেন, "আমরা এই যুদ্ধগুলো করছি বিদাত এবং বিপথগামীতা শোধনের জন্য।"

সেসময়েও অনেক বাতিনী, নির্বোধ দল ছিল। মানযিকার্তের যুদ্ধের পর তিনি পূর্বদিকে যুদ্ধ করায় মনোনিবেশ করেন যেখানে ছিল মাওয়ারা-উন নাহার, তুর্কেস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং পুরো মধ্য এশিয়াকে তিনি এক পতাকার নীচে নিয়ে আসেন, যত খারাপ দল ছিল সেখানে সব বিশুদ্ধ করেন এবং একটি সত্য পরিষ্কার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেন।

তারপর তিনি এগিয়ে যান ইসলামের জন্য আরও ভূখন্ড বিজয় করতে। উনার সমুদ্রের মত বিশাল সেনাবাহিনী ছিল, পদাতিক এবং ঘোড়সাওয়ারী। তিনি আমু দারিয়া (জায়হুন) নদীর তীরবর্তী এক জায়গায় আসেন যেখানে একটি দূর্গ ছিল। তিনি তা অবরোধ করেন। সেই দূর্গের সেনাপতি ছিল পথভ্রষ্ট দলের একজন। তার নাম ছিল ইউসুফ খোয়ারিযমী। সেই বিশ্বাসঘাতক লোকটি বলে, "আমি আত্মসমর্পণ করলাম। আমাকে সুলতানের কাছে যেতে দাও"। সে সুলতানের কাছে আসা মাত্র তার অনিষ্টকারী পরিকল্পনা কাজে লাগায়, সুলতানকে আক্রমণ করে এবং আহত করে। চারদিন পরে সুলতান আলপ আসলান শাহীদ হয়ে যান।

শাহীদ হবার আগে তিনি বলেন, "একদিন আমি একটি পাহাড়ের উপর দাঁড়াই এবং আমার সেনাবাহিনীর দিকে তাকাই যা ছিল সমুদ্রের মত। আমি নিজের মনে ভাবি, "আমার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াতে পারবে?" কিন্তু আল্লাহ্‌ তার এই দূর্বল বান্দাকে আমার উপর ব্যবহার করলেন। সে আমার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। আমি সেরকম ভাবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করছি। আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আমি উনার কাছে আমি যা গুনাহ করেছি তার জন্যেও মাগফিরাত প্রার্থনা করছি"। এবং এভাবেই তিনি শাহীদ হয়ে যান।

তাই এরকম মানুষেরা, এরকম সুলতানেরা ১০০০ বছর ইসলামের খিদমাত করেছে। আমাদের সুলতানেরা ইসলামের খিদমাত করেছে সত্য পথে। সুলতান আলপ আসলান এই সুন্দর কথাগুলো বলেন যেই মূহুর্তে তিনি তার ভূল বুঝতে পারেন যেন এই কথাগুলো উনার মৃত্যুর পরে মানুষের জন্য শিক্ষনীয় হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ উনার উপর রাহমাত বর্ষন করুন। আল্লাহ্‌ যেন আমাদের সবাইকে এরকম সুন্দর চরিত্র এবং ব্যবহার দান করেন ইনশাআল্লাহ।

আমরা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইনি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের এই সুন্দর রাস্তা দেখিয়েছেন। উনারা সেরকম ছিলেন না যে শুধু কথা বলতেন কিন্তু কিছু করতেন না। যদি তারা কিছু বলতেন তবে নিশ্চিতভাবে সে কথার উপর কাজ করতেন। তারা এরকম বলতেন না যে, "তুমি এভাবে কর কিন্তু আমি নিজে করব না।" উনারা এই সুন্দর রাস্তা দেখিয়েছেন নিজেরা প্রথমে করার মাধ্যমে।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

এটি কোন সাধারণ বিষয় নয়। এতগুলো শতাব্দী, হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে সঠিক পথ, সত্য পথ রক্ষা করে চলা কোন সাধারণ বিষয় নয়। যে রাষ্ট্র সব নিপীড়িত মানুষের এবং সব মানুষের আশ্রয় তা হচ্ছে ইসলামের রাষ্ট্র। উনারা তা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ্ যেন উনার উপর সন্তুষ্ট হন। উনাদের মাকাম যেন উচ্চ হয় ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিন আল্লাহ্ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
২৭ নভেম্বার ২০১৬/২৭ সাফার ১৪৩৮
ফাজার নামায, আকবাবা দারগাহ।